আবু রেজা রনি ম্যারাডোনা ও হাবিবুর রহমান হাবিবকে মাগুরা সদর থানায় নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.০০টায় মাগুরা সদর থানাধীন শ্রীমন্তপুর গ্রামের মোঃ গোলাম মোস্তফা ও মোছাম্মৎ ফরিদা ইয়াসমিনের ছেলে মোঃ আবু রেজা রনি ম্যারাডোনা (২৫), একই গ্রামের মোঃ আব্দুল হক মোল্লা ও হোসনে-আরা-বেগমের ছেলে মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব (২১) কে মাগুরা সদর থানার পুলিশ সদস্যরা গ্রেপ্তার করে। ১ মার্চ ২০১২ তারিখে এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাসের কক্ষে তাঁদের নির্যাতন করে বলে তাঁরা অভিযোগ করেছে।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- মোঃ আবু রেজা রনি ম্যারাডোনা ও মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব
- নির্যাতিতদের আত্মীয়স্বজন
- মাগুরা জেলা কারাগারের জেলার ও জেল সুপার এবং
- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ ম্যারাডোনাকে ঝুলিয়ে রেখে পাশে এসআই নুরুজ্জামান এবং ঝুলানো হাবিব। (ছবি সকালের খবর থেকে সংগৃহীত)

মোঃ আবু রেজা রনি ম্যারাডোনা (২৫), নির্যাতিত ব্যক্তি

মোঃ আবু রেজা রনি ম্যারাডোনা অধিকারকে বলেন, তিনি শহরের চৌরঙ্গী মোড়ে প্রেসক্লাব মার্কেটে অটোমোবাইল সার্ভিসিং নামের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালান। তিনি বলেন, তাঁর গ্রামের প্রতিবেশী হাবিব এবং শরীফ হোসেন নামে দুই ছাত্র শহরে থেকে পড়াশুনা করে বলে মাঝে মাঝে তাঁর দোকানে আসতো। ৭ জানুয়ারি ২০১২ শরীফ হোসেন বাড়ী থেকে নিখোঁজ হয়। একদিন সদর থানার এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস তাঁর কাছে আসে এবং শরীফ হোসেনের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারে জানতে চায়। তিনি এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাসকে বলেন, শরীফ হোসেনের সঙ্গে তাঁর কোন

যোগাযোগ নেই। তারপর এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস তাঁকে দুইদিন মাগুরা সদর থানায় আটক রেখে নির্যাতন করে। শরীফ হোসেনের খোঁজ জানার জন্য তাঁকে দুইদিন থানা হাজতে নিয়ে মারধর করার পর ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ঘুষ দিয়ে মুচলেকায় স্বাক্ষর করে তিনি থানা থেকে ছাড়া পান।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.০০টায় এক লোক তাঁর ঘরের দরজা নক করে সদর থানার এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস বলে পরিচয় দেয় এবং তাঁকে ঘর থেকে বের হতে বলে। তিনি ঘর থেকে বের হয়ে মা, বাবা ও ভাইকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। তখন এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস টেনে পুলিশ ভ্যানে তোলে। তাঁকে নিয়ে এরপর পাশের হাবিবের বাড়ীতে যায় এবং হাবিবকে ও পুলিশ ভ্যানে তোলে। এরপর এসআই তাঁদের দুইজনকে রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় একটি মেলায় নিয়ে যায় এবং জুয়ারুদের কাছ থেকে কিছু টাকা ঘুষ নেয়। তারপর তাঁদের থানায় নিয়ে যায় এবং সারারাত আটকে রাখে।

১ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০টায় এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস তাঁকে চোখ বেঁধে অন্য একটি কক্ষে নিয়ে যায়। তাঁকে হাতকড়া পরিয়ে উপরে জানালার গ্রিলের সঙ্গে ঝুঁলিয়ে দেয় এবং লাঠি দিয়ে পা, পিঠ, পাঁজর ও দুই বাহুতে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পেটায়। তখন এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস তাঁর কাছে বারবার জানতে চায়, শরীফ হোসেনকে অপহরণ করে কোথায় রাখা হয়েছে। পেটানোর এক পর্যায় এক লোক সেখানে চলে আসে এবং তাঁর হাত দুইটি খুলে দিতে বলে। কন্ঠ স্বর শুনে তিনি বুঝতে পারেন, অনুরোধকারী লোকটি তাঁর বাবা। কিন্তু এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস তাঁর বাবাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন। এভাবে মিথ্যা স্বীকারোক্তি না দিতে চাওয়ায় এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস তাঁকে ক্রসফায়ার করারও ভয় দেখায়। এরপর দুপুর আনুমানিক ১.০০টায় আদালতের মাধ্যমে তাঁকে মাগুরা জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

মোঃ গোলাম মোস্তফা (৭০), ম্যারাডোনার বাবা

মোঃ গোলাম মোস্তফা অধিকারকে বলেন, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.০০টায় ম্যারাডোনা তাঁকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। তিনি দেখেন, উঠানে দুইজন পুলিশ সদস্য দাঁড়িয়ে আছে। একজন নিজেকে সদর থানার এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস বলে পরিচয় দেয়। তখনই এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস ম্যারাডোনাকে হাতকড়া পড়ায় এবং বাড়ীর পাশের রাস্তায় টেনে নিয়ে যায়। তিনি দেখতে পান, সেখানে পুলিশ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ ভ্যানে আরো কয়েকজন পুলিশ সদস্য বসে আছে। পুলিশ সদস্যরা যাতে ম্যারাডোনাকে নির্যাতন না করে সে জন্য তিনি এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাসকে ৫,০০০ টাকা দেন। এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস তাঁকে আবার থানায় গিয়ে দেখা করতে বলে ম্যারাডোনাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবেশী হাবিবের বাসায় যায় এবং হাবিবকেও থানায় নিয়ে যায়।

১ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় গোলাম মোস্তফা ছেলের খবর নিতে মাগুরা থানায় যান। তিনি সেখানে দেখেন, এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাসের কক্ষে জানালার গ্রিলের সঙ্গে চোখ বাঁধা অবস্থায় ম্যারাডোনাকে হাতকড়া পরিয়ে ঝুলিয়ে রেখে লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে। তিনি তাঁর সামনে

ছেলেকে নির্যাতনের এ দৃশ্য দেখে কেঁদে ওঠেন। তাঁর কন্ঠের আওয়াজ পেয়ে ম্যারাডোনাও উচ্চস্বরে কাঁদতে থাকে। সে সময় এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস সেন্ট্রিকে ডেকে এনে তাঁকে থানা থেকে বের করে দেয়। পরে তিনি আবারও এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাসের কাছে আসেন ও ২,৫০০ টাকা দেন এবং ম্যারাডোনাকে ছেড়ে দিতে অনুরোধ করেন। পরে একজন লোক এসে সাংবাদিক পরিচয়ে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলে। পরে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। তিনি তাঁর ছেলের ওপর নির্যাতনের সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষীদের বিচার দাবি করেন।

মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব (২১), নির্যাতিত ব্যক্তি

মোঃ হাবিবুর রহমান হাবিব অধিকারকে জানান, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.৩০ টায় মাগুরা সদর থানার পুলিশ সদস্যরা প্রতিবেশী ম্যারাডোনাকে নিয়ে আসে এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। তিনি বলেন, ম্যারাডোনার সঙ্গে একই কায়দায় তাঁকে পুলিশ সদস্যরা নির্যাতন করেছে।

মোঃ মনোয়ার হোসেন (৩৬), হাবিবের বড়ভাই

মোঃ মনোয়ার হোসেন অধিকারকে জানান, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ১১.৩০টায় একটি পুলিশ ভ্যান তাঁর বাসার কাছে আসে এবং সেখান থেকে এক পুলিশ সদস্য তাঁর বাড়ীতে প্রবেশ করে। ঐ পুলিশ সদস্য নিজেকে এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস বলে পরিচয় দেয় এবং হাবিবকে ডাকে। তিনি হাবিবকে ঘুম থেকে ডেকে তোলেন। পরে এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস হাবিবকে হাতকড়া পড়ায় এবং প্রতিবেশী শরীফ হোসেন নিখোঁজের মামলায় হাবিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানায়। পুলিশ সদস্যরা হাবিবকে ভ্যানে তোলে। তিনি ভ্যানের কাছে এসে দেখেন, ম্যারাডোনাকেও সেখানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এরপর এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস হাবিব ও ম্যারাডোনাকে ভ্যানে করে নিয়ে যায়। যাবার আগে এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস তাঁকে সকাল বেলা থানায় গিয়ে দেখা করতে বলে।

১ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০ টায় তিনি হাবিবের খোঁজে থানায় যান এবং দেখতে পান, ম্যারাডোনা ও হাবিবকে থানার জানালার গ্রিলের সঙ্গে ঝুলিয়ে পেটানো হচ্ছে। আর জানতে চাওয়া হচ্ছে যে, শরীফ হোসেনকে তারা অপহরণ করে কোথায় রেখেছে। এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস তাঁকে সেখান থেকে বের করে দেয়। একটু পরেই একজন লোক একটি ক্যামেরা নিয়ে এসে ছবি তুলতে থাকলে হাবিব ও ম্যারাডোনাকে মারধর বন্ধ করা হয়। তাঁকে পুলিশ সদস্যরা থানায় থাকতে না দিলে তিনি বাসায় ফিরে আসেন। ২ মার্চ ২০১২ তিনি জেলা কারাগারে গিয়ে হাবিবের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি দেখেন, হাবিব অসুস্থ। তখন তিনি কিছু ঔষধ কিনে হাবিবকে দেন। পুলিশ সদস্যরা পেটানোর সময় নিষেধ করে দিয়েছিল বলে হাবিব নির্যাতনের কথা কাউকে বলেনি। তিনি আরো বলেন, হাবিব সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র।

২৮ মে ২০১২ তারিখে মনোয়ার হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অধিকারকে জানান, ২৮ মার্চ ২০১২ মাগুরা জেলা দায়রা জজ আদালত থেকে ম্যারাডোনা ও হাবিব জামিনে ছাড়া

পেয়েছে। মামলাটি চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে রয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১২ জুন ২০১২ বলে তিনি জানান।

মোঃ মাসুদুর রহমান, জেলার, মাগুরা জেলা কারাগার

মোঃ মাসুদুর রহমান অধিকারকে জানান, ১ মার্চ ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৪.৫৫ টায় মাগুরা সদর থানার পুলিশ সদস্যরা আদালত থেকে ওয়ারেন্টের কাগজসহ ম্যারাডোনা ও হাবিব নামে দুই অভিযুক্তকে কারাগারে নিয়ে আসে। তিনি অভিযুক্তদের কাছে জানতে চান যে, পুলিশ তাঁদের কোন ধরনের নির্যাতন করেছে কিনা। উত্তরে তাঁকে জানানো হয় যে, তাঁদের কোন নির্যাতন করেনি।

২ মার্চ ২০১২ আসামী পরিদর্শনকালে জানতে পারেন, ম্যারাডোনা ও হাবিব অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তিনি তখনই কারাগারের চিকিৎসককে দেখিয়ে চিকিৎসা দেন। তিনি বলেন, শুধু ম্যারাডোনা বা হাবিব নয় কোন আসামীকে কারাগারে আনা হলে কোন ধরনের নির্যাতন করা হয় না। আসামীদের সার্বিক খোঁজ খবর নেয়া হয়।

এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস, মাগুরা সদর থানা, মাগুরা

এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস অধিকারকে বলেন, একদিন হৃদয়পুর গ্রাম থেকে হাফিজার মুন্সীর স্ত্রী রাহিয়া বেগম থানায় আসেন এবং জানান যে, রাহিয়ার ছেলে শরীফ হোসেন সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র। সে শ্রীমন্তপুর গ্রামের হাবিবের সঙ্গে মাগুরা শহরের ভায়না নামক এলাকার একটি মেস-এ থাকতো। ৭ জানুয়ারী ২০১২ হাবিব এসে বাড়ী থেকে শরীফ হোসেনকে ডেকে নিয়ে শহরের মেসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে চলে যায়।

এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস আরো জানান, তিনি তখন হাবিবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং শরীফ হোসেন ও হাবিবের আরেক বন্ধু ম্যারাডোনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শরীফ হোসেনের বাবার মোবাইল ফোনের সুত্র ধরে যশোর জেলার কোতয়ালী থানার বাঁশবাড়িয়া এলাকার রকিব উদ্দিনের মেয়ে সানজিদা ইসলাম মৌ (২০) কে তিনি আটক করেন। সানজিদা ইসলাম মৌ তাঁকে জানান, শরীফ হোসেনকে ম্যারাডোনা ও হাবিব অপহরণ করেছে।

২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ বিকালের দিকে রাহিয়া বেগম আবারও থানায় আসলে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়। তিনি রাহিয়া বেগমকে মামলা দায়ের করতে বলেন। রাহিয়া বেগম বাদী হয়ে ৭ জনকে আসামী করে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৫৮; ধারা-৩৬৪/৩৪ দন্ডবিধি। তারিখঃ ২৯/০২/২০১২।

তিনি সেই মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০৫ টায় ১৫৭৬ জিডি মূলে আসামী গ্রেপ্তারের জন্য শ্রীমন্তপুর গ্রাম যান। শ্রীমন্তপুর থেকে ম্যারাডেনা ও হাবিবকে গ্রেপ্তার করে থানা হাজতে রাখেন। ১ মার্চ ২০১২ সকাল আনুমানিক ৯.০০টায় আদালতে পাঠানোর জন্য তিনি সেন্ট্রিকে ডেকে থানা হাজত থেকে ম্যারাডোনা এবং হাবিবকে তার কক্ষে আনতে বলেন। তখন সেন্ট্রি দুইজনকে এনে জানালার গ্রিলের সঙ্গে হাতকড়া লাগিয়ে রাখেন। কিন্তু

তাদেরকে ঝুলিয়ে নির্যাতন করা হয়নি। শুধু জিজ্ঞাসাবাদের কৌশল হিসেবে ভয় দেখানোর জন্য দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল বলে জানান। পরে তাদের দুইজনকে দুপুর আনুমানিক ১২.৪৫টায় আদালতে পাঠান। আদালত আসামীদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয়।

অফিসার ইনচার্জ আসাদুজ্জামান মুন্সী, মাগুরা সদর থানা, মাগুরা

অফিসার ইনচার্জ আসাদুজ্জামান মুন্সী অধিকারকে বলেন, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ দুইজনকে পেটানোর অভিযোগের ব্যাপারে এবং এসআই নুরুজ্জামানের বিষয় নিয়ে কথা বলতে পুলিশ সুপার সাজ্জাদুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ করেন।

সাজ্জাদুর রহমান, পুলিশ সুপার, মাগুরা

পুলিশ সুপার সাজ্জাদুর রহমান অধিকারকে জানান, দুই যুবককে সদর থানা হেফাজতে নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠায় তিনি তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত টিম গঠন করে দিয়েছেন। তদন্ত প্রতিবেদন পেলেই ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানান। তিনি বিস্তারিত জানার জন্য সহকারী পুলিশ সুপার শামসুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

শামসুল হক, সহকারী পুলিশ সুপার (চলতি দায়িত্ব), মাগুরা

শামসুল হক অধিকারকে জানান, পুলিশ সুপার সাজ্জাদুর রহমান তাঁকে বলেন যে, ১ মার্চ ২০১২ সদর থানার এসআই নুরুজ্জামান বিশ্বাস দুইজন আসামীকে জানালার গ্রিলের সঙ্গে ঝুলিয়ে নির্যাতন করেছে। এমন একটি অভিযোগ দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে। যার ফলে পুলিশ সুপার ঘটনাটি তদন্তের জন্য তাঁকেসহ ডিবির ইন্সপেক্টর মোঃ রবিউল হোসেন এবং কোর্ট ইন্সপেক্টর মনিরুল ইসলামকে নিয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। তদন্ত কমিটি এ ব্যাপারে তদন্ত করছে।

২৮ মে ২০১২ যোগাযোগ করা হলে তিনি অধিকারকে জানান, তদন্ত প্রতিবেদন পুলিশ সুপার বরাবর জমা দেয়ার পর এসআই নুরুজ্জামানের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা হয়েছে। মামলাটির তদন্ত চলছে এবং এসআই নুরুজ্জামানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানান।

অধিকারের বক্তব্য

অধিকার ম্যারাডোনা ও হাবিবকে পুলিশ সদস্য কর্তৃক নির্যাতনের ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে। যেহেতু সরকার নির্যাতন বন্ধে'জিরো টলারেন্স' এর কথা বলেছে, অধিকার সরকারের কাছে নির্যাতন কমিয়ে আনার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানাচ্ছে

-সমাপ্ত-